সমকাল

তারিখ 19 DEC 2017
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

# ৫২২ শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে দুদকের চিঠি

সমকাল প্রতিবেদক

কোচিং বাণিজ্যের সঙ্গে জড়িত ঢাকা মহানগরের ২৪ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ৫২২ শিক্ষকের তালিকা দিয়ে তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার সুপারিশ করে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে চিঠি পাঠিয়েছে দুর্নীতি দমন কমিশন (দুদক)। গত ১৩ ডিসেম্বর দুদক সচিব ড. মো. শামসুল আরেফিন স্বাক্ষরিত ওই চিঠি মন্ত্রিপরিষদ সচিব মোহাম্মদ শফিউল আলমের কাছে পাঠানো হয়।

সূত্র জানায়, ১০ থেকে ৩৩ বছর ধরে ওই শিক্ষকরা একই প্রতিষ্ঠানে কর্মরত' আছেন। সম্প্রতি দুদক পরিচালক মীর মো. জয়নুল আবেদীন শিবলীর নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের বিশেষ অনুসন্ধানী দল এসব শিক্ষকের তালিকা তৈরি করেছে।

মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে পাঠানো চিঠিতে বলা হয়, একই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ১০ বছরের বেশি সময় ধরে কর্মরত থাকায় এসব শিক্ষক ক্লাস ফাঁকি দিয়ে অবৈধ কোচিংয়ের দিকে ঝুঁকে পড়েছেন বলে কমিশনের মনে হয়েছে। এ ছাড়া দেশের সাতটি সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে সাতজন জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করছেন। ফলে জেলা শিক্ষা কার্যালয়ে দায়িত্ব পালন না করায় শিক্ষা ক্ষেত্রে প্রশাসনিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির আশঙ্কা রয়েছে। চিঠিতে এসব শিক্ষকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে তিনটি সুপারিশ করা হয়। এর মধ্যে নীতিমালা অনুযায়ী ৫২২ শিক্ষককে বদলির কথা বলা হয়। প্রয়োজনে তাদের বিরুদ্ধে বিভাগীয় ব্যবস্থা গ্রহণেরও সুপারিশ করা হয়। এ ছাড়া জেলা শিক্ষা কর্মকর্তাদের নিজ পদে ফিরে পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৩



সোমবার রাজধানীর মাতুয়াইলে শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ একটি প্রেসে বিনামূল্যের পাঠ্যপুস্তক ছাপানোর কাজ পরিদর্শন করেন ■ সমকাল

## ৫২২ শিক্ষকের

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা বলা হয়েছে।

সাত শিক্ষা কর্মকর্তা হলেন– ঢাকার তেজগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ের শাহরীন খান রূপা, খিলগাঁও সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে মেহেরুন নেসা, মোহাম্মদপুর সরকারি উচ্চ বিদ্যালয়ে নুরুন নাহার, ধানমণ্ডি কামরুন্নেসা সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে নাসরিন আক্তার, গাজীপুরের কালীগঞ্জ সরকারি বালক উচ্চ বিদ্যালয়ে লুবনা আক্তার, চট্টগ্রাম সদরের সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে শাহিদা আক্তার ও বরিশাল সদরের সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে মাহবুবা খানম।